প্রশ্ন: অশোক তাঁর ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন?

=> সম্রাট অশোক তাঁর রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে ধর্ম প্রচারে আগ্রহী হন। মানুষের ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য সর্বধর্মের প্রচার ও প্রসার কামনা করেছিলেন। আর এটাই ছিলো তাঁর ধর্মের মূল কথা। শিলালেখ তৃতীয়, পঞ্চম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, এবং স্তম্ভলিপি প্রথম, চতুর্থ ও সপ্তম থেকে জানা যায় যে, অশোক ধর্মপ্রচারের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। তৃতীয় মুখ্য গিরিলেখ থেকে জানা যায় যে, ধর্মপ্রচার ও ধর্ম সংক্রান্ত উপদেশ দানের জন্য মৌর্যসম্রাট অশোক প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অনুসংযান বা ধর্মপ্রচারার্থে পর্যটনের ব্যবস্থা করেছিলেন জনগণকে ধর্মকর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এই জন্য অশোক তিন শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ করেছেন যথা- যুত, রজুক এবং প্রাদেশিক। "সবর্ত বিজিতে মম যুতা চ রজুকে চ প্রাদেসিকে চ পংচসু পংচসু বাসেসু অনুসংযানং নিয়াতু..."

উ: দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় যুক্ত নামে রাজকর্মচারীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে যুক্ত শব্দটি রজুক ও প্রাদেশিক এই দুটি শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে যুত বা যুক্ত নামক রাজকর্মচারী-দের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাঁরা ছিলেন 'প্রনষ্টাধিগতদ্রব্য' অর্থাৎ যে দ্রব্য হারিয়ে গিয়েছিলো, অথচ ফিরে পাওয়া গেছে তার রক্ষাকর্তা।

নবম এবং একাদশ শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর ~~ধর্মপ্রচারের~~ প্রজাদের ও রাজকর্মচারীদের পরামর্শ দিয়েছেন যে তারা যেন পরস্পর পরস্পরকে ধর্মানুষ্ঠানের উপদেশ দান করে। "নাথি এতিয দানে আদিস ধংম দানে"

Scanned by CamScanner

ত্রয়োদশ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি 'ধর্মলিপি' নামে এইসব অনুশাসন প্রকাশ করেছিলেন।

পঞ্চম মুখ্য শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি ধর্মমহামাত্র নামক এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। অশোকের সাতটি প্রজা, দুঃখের কষ্ট সমস্যাদের দ্বারা তাঁর দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারমূলক প্রথম অসুবিধা দূর এবং সকল মানুষের হিতসুখ-বিধান দ্বারা তিনি করতে পারেন এই ভেবে ধর্মমহামাত্র নামে এই শ্রেণীর কর্মচারী তিনি নিয়োগ করেন। তাঁর ধর্মপালের কার্য্য দ্বারা সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ সর্বধর্ম-সহিষ্ণু হয়ে বাস করতে পারে এবং অহিংস জীবনযাপন করতে পারে এই সম্পর্কে তিনি এই ধর্মমহামাত্রদের মাধ্যমে তাঁদের উপদেশ দান করতে চেয়েছিলেন।

চতুর্থ শিলালিপি থেকে জানা যায় বিহার যাত্রার পরিবর্তে ধর্মযাত্রা ও প্রবর্তন তিনি করেন। এছাড়া নবম শিলালিপি থেকে জানা যায় যে লোকাচারের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিবর্তে তিনি ধর্মমঙ্গল অর্থাৎ মঙ্গলসূচক ধর্মানুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন।

Scanned by CamScanner